গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা

০৯ জুলাই, ২০১৯

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

১. ভূমিকা.....৩
২. নির্দেশিকার উদ্দেশ্যসমূহ.....৩-৪
৩. নির্দেশিকার কার্যকারিতা ও প্রয়োগ.....৪
৪. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন কাঠামো.....৪
৪.১. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন কমিটি.....৪
৪.১.১. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধি.....৪-৫
৪.২ কারিগরী কমিটি.....৫
৪.২.২ কারিগরী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী.....৫
৪.৩. মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের দায়িত্ব.....৬
৪.৪. ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট.....৬
৪.৪.১. ফোকাল পয়েন্টের কার্যাবলি.....৬-৭
৫. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) পোর্টাল (তথ্য বাতায়ন).....৭
৬. ই-সার্ভিস বাস.....৭
৭. একক সেবা কাঠামো.....৭
৮. সক্ষমতা উন্নয়ন.....৮
৯. ইন্টিগ্রেশন.....৮
১০. আর্কিটেকচার স্ব-মূল্যায়ন (Self assessment) টুল.....৮
১১. তথ্যের নিরাপত্তা.....৮
১২. দপ্তর/সংস্থার জন্য ডিজিটাল আর্কিটেকচার রোডম্যাপ প্রণয়ন.....৮
১৩. নির্দেশিকা সংশোধন.....৮
১৪. বিবিধ.....৮
১৫. শব্দকোষ.....৯

১. ভূমিকা

ভিশনঃ ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং জনগণের দোরগোড়ায় সেবাসমূহ সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর সমূহ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করে সমন্বিতভাবে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানের মাধ্যমে 'Whole of the Government' পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করার অন্যতম কৌশল হচ্ছে ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন করা। এতে সরকারি দপ্তর সমূহের তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানে আন্তঃপরিবাহিতা এবং সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। জাতিসংঘ প্রতি দু'বছর অন্তর EGDI (E-Governance Development Index) সূচকের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়নে দেশটির অবস্থান নির্ধারণ করে। উক্ত সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে উন্নীতকরণ এবং সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক সরকারি কার্যক্রম সমন্বিতভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

বর্তমানে সরকারি অফিস, বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকে। তথ্য-উপাত্ত সমূহ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় না করার ফলে একই তথ্য বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা একাধিকবার আলাদাভাবে তৈরী ও ব্যবহার করে। যার ফলে একদিকে যেমন তথ্য-উপাত্ত সমূহের দ্বৈততা সৃষ্টি হয় অপরদিকে বিপুল পরিমান সরকারি সম্পদ এবং সময়ের অপচয় হয়। সরকারি তথ্য-উপাত্তের দ্বৈততা পরিহার ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' (BNDA) প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত TOGAF (The Open Group Architecture Framework) এর কাঠামো, উত্তম চর্চা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়েছে।

'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' (BNDA) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি এ নির্দেশিকায় বিবৃত করা হয়েছে, যা যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থার মধ্যে তথ্য উপাত্তের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের ক্ষেত্রে আন্তঃপরিবাহিতা নিশ্চিতপূর্বক ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা, তথা 'Whole of the Government' পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। উক্ত BNDA যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ Open Government 2.0 দেশ হিসেবে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে।

২. নির্দেশিকার উদ্দেশ্যসমূহ:

২.১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার মধ্যে তথ্য-উপাত্তের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' এর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

২.২. সকল জাতীয় সেবা ও তথ্যের মধ্যে সহজে আন্তঃসংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

২.৩. জাতীয় ও নাগরিক সেবাসমূহের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা (Holistic Approach) হিসেবে কাজ করা;

২.৪. তথ্য উপাত্তের আন্তঃপরিবাহীতা (Interoperability)নিশ্চিতকরণে সাহায্য করা;

২.৫. সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর/সংস্থার মধ্যে তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করা;

২.৬. তথ্য-উপাত্তের পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে অনাবশ্যক দ্বৈততা পরিহার এবং সময়, খরচ ও যাতায়াত (Time, Cost & Visit-TCV) হ্রাস করা;

২.৭. 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৩. নির্দেশিকার কার্যকারিতা ও প্রয়োগ

৩.১. নির্দেশিকাটি অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের নিমিত্ত সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে।

৩.২. এটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন কাঠামো

৪.১. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন কমিটি

'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি থাকবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে :

১।	সচিব,সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
৩।	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
৪।	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
৫।	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
৭।	প্রতিনিধি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
৮।	প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (যুগ্মসচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
৯।	প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা)	সদস্য
১০।	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)	সদস্য
১১।	প্রতিনিধি (বি টি আর সি)	সদস্য
১২।	প্রতিনিধি (এটুআই)	সদস্য
১৩।	যুগ্ম-সচিব (ই-সার্ভিস, পলিসি ও আইন) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪.১.১. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধি

ক. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চলমান ও কার্যকর রাখার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

খ. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার এর মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ. ডিজিটাল আর্কিটেকচার প্রণীত স্ট্যান্ডার্ডস, গাইডলাইনস, মূলনীতি প্রভৃতি যেন কার্যকরভাবে অনুসৃত হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা;

ঘ. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;

ঙ. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্কের বাৎসরিক মনিটরিং এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

চ. নাগরিক সেবা প্রদানে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় বা সংস্থা কর্তৃক সংগ্রহকৃত ই-সেবাগুলি যেন আন্তঃপরিবাহি (Interoperable) হয় সেজন্য সমজাতীয় স্ট্যান্ডার্ডস এবং বিএনডিএ অন্তর্গত e-GIF ফ্রেমওয়ার্ক পরিপালন নিশ্চিত করা;

ছ. ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিএনডিএ ফ্রেমওয়ার্ক পরিপালনে তৎপর ও শ্রেষ্ঠ সংস্থাসমূহকে চিহ্নিতক্রমে উৎসাহ প্রদান করা;

জ. ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সেক্টরাল আর্কিটেকচার সংক্রান্ত উদ্যোগ সমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার ও মানোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা;

ঝ. কারিগরী কমিটির সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদন করা।

৪.২. কারিগরী কমিটি

'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' এর জন্য একটি কারিগরী কমিটি থাকবে এবং এ কমিটি বাস্তবায়ন কমিটির অধীনে কাজ করবে। কমিটির প্রধান 'চীফ এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেক্ট' হিসেবে অভিহিত হবেন এবং তাঁর অধীনে এ কমিটিতে বিজনেস, এ্যাপ্লিকেশন, ডাটা, টেকনোলজি, সিকিউরিটি এবং ইন্টিগ্রিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ সদস্য হিসেবে থাকবেন। তা'ছাড়া কমিটিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন প্রতিনিধি থাকবেন।

৪.২.১. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক অথবা তাঁর মনোনীত কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা 'চীফ এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেক্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি কমিটির অপরাপর সদস্যবৃন্দ মনোনীত করবেন।

৪.২.২. কারিগরী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

ক. বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

খ. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করা;

গ. বিএনডিএ এর সকল মান ও নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা যাচাইক্রমে সংশ্লিষ্টদেরকে পরামর্শ প্রদান করা;

ঘ. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর মান (Standard) ও নীতিমালা প্রস্তুত এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা;

ঙ. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন কমিটির নিকট মাসিক প্রতিবেদন পেশ করা;

চ. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ডিজিটাল আর্কিটেকচার রোডম্যাপে সম্মতি/ভেটিং প্রদান করা;

ছ. ইতোমধ্যে ডিজিটাল সার্ভিস সমূহে প্রবেশের উদ্দেশ্যে যে একক সেবা কাঠামো সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার যথাপোযুক্ত বাস্তবায়ন ও কারিগরি বিষয়ে বাস্তবায়ন কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

৪.৩. মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের দায়িত্ব

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধানগণ তাঁর প্রতিষ্ঠানের ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়নের বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। তাছাড়াও মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থা নিম্নবর্ণিত দায়িত্বাবলী পালন করবেঃ

ক. 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' অনুসরণক্রমে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

খ. নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল আর্কিটেকচার অনুযায়ী তথ্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

গ. যে কোন সফটওয়্যার/এ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার স্টান্ডার্ডস্ অনুসরণ করা;

ঘ. বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ মোতাবেক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঙ. ই- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিএনডিএ অনুসরণ এবং সরকারি অ্যাপ্লিকেশান, সিস্টেম বা ই-সেবার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সাথে আন্তঃপরিবাহিতা নিশ্চিত করা;

চ. নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতকৃত আইসিটি রোডম্যাপ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচারের হালনাগাদ কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা;

ছ. প্রস্তুতকৃত রোডম্যাপ এবং ডিজিটাল আর্কিটেকচার ইলেক্ট্রনিকভাবে সংরক্ষণ করা;

জ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

ঝ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচারের স্ট্যান্ডার্ডস্ ব্যতীত কোন সফটওয়্যার/এপ্লিকেশন চলমান থাকলে দ্রুততর সময়ের মধ্যে তা উক্ত স্ট্যান্ডার্ডস্ অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

ঞ. ই-সেবা প্রদানে নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতকৃত এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন ও বিএনডিএ ফ্রেমওয়ার্ক পরিপালনে শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ সমূহ চিহ্নিত করা ও উৎসাহ প্রদান করা।

উল্লেখ্য 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' অনুসরণক্রমে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রনালয় ও বিভাগ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নিকট থেকে সম্মতি/ ভেটিং গ্রহণ করবে।

৪.৪. ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট

প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় এ বিষয়ে একজন ফোকাল পয়েন্ট ও একজন বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট থাকবেন।

৪.৪.১. ফোকাল পয়েন্টের কার্যাবলি

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার'(BNDA) অনুসরণক্রমে তাঁর প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এছাড়াও তিনি নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন:

ক. নিজ সংস্থার জন্য প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল আর্কিটেকচারের রক্ষণাবেক্ষণ, মানোন্নয়ন এবং তা চালু ও কার্যকর রাখতে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা;

খ. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ, প্রযোজ্য কর্মক্ষমতা পরিমাপের ভিত্তিতে কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, এবং যে কোনো আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখা অথবা পরিবর্তন বা বন্ধ করা বিষয়ে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানকে পরামর্শ প্রদান করা;

গ. ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন বিষয়ে বাস্তবায়ন কমিটি ও কারিগরী কমিটির সাথে লিঁয়াজো করা; এবং

ঘ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়নে কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানকে অবহিত করা এবং তা নিরসনে বাস্তবায়ন কমিটি ও কারিগরী কমিটির পরামর্শ গ্রহণক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) পোর্টাল (তথ্য বাতায়ন)

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) পোর্টাল (nea.bcc.gov.bd) সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার জন্য জ্ঞান ভান্ডার হিসেবে বিবেচিত হবে। এ পোর্টাল আইসিটি সেবা/পণ্যের মানদন্ড নিশ্চিতকরণ, আন্তঃপরিবাহিতা (Interoperability), গবেষণা, উন্নয়ন এবং ব্যবহারকারীগণের পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি প্লাটফরম হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া ব্যবহারকারীগণ আইসিটি সেবা ক্রয় করার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মানদন্ড, মূলনীতিসমূহ, বিবরণী (Specifications), ই-সার্ভিস বাস (e-Service Bus) সংক্রান্ত তথ্য, BNDA এর বিভিন্ন উপাদানের আদর্শ নমুনা (Reference Models), আর্কিটেকচার নকশা প্রণয়নের সহায়ক নির্দেশিকা,পাইলট সার্ভিস সমূহের বিবরণ, সার্ভিস বাসে নতুন সেবা সংযুক্তির ক্ষেত্রে করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৬. ই-সার্ভিস বাস

'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' এর আওতায় একটি জাতীয় ই-সার্ভিস বাস থাকবে যা একটি মিডলওয়্যার (Middleware) প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সরকারি সেবাসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী সংযুক্ত হবে। এটি এনডিএ প্লাটফর্মের মূল ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করবে এবং বিভিন্ন সরকারি অ্যাপ্লিকেশান সিস্টেম ও ই-সেবার মধ্যে তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করবে।

৬.১. প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানগণ স্ব স্ব জনগুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত সরকারি অ্যাপ্লিকেশান সিস্টেম ও ই-সেবাগুলির যথাযথ মান নিশ্চিতক্রমে জাতীয় ই-সার্ভিস বাসে সংযুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনে যথাযথ মানদন্ড অনুসরণক্রমে নিজস্ব ই-সার্ভিস বাস স্থাপন করতে পারবে।

৭. একক সেবা কাঠামো

বিভিন্ন দপ্তরসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল সেবা সমূহকে সেবা গ্রহীতা (জনগণ) ও সেবা প্রদানকারীর (সরকারি কর্মকর্তা) জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য করার উদ্দ্যেশ্য একটি একক সেবা কাঠামো থাকবে। ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের আওতায় প্রণীত একক সেবা কাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮. সক্ষমতা উন্নয়ন

ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরসমূহের পাশাপাশি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানকারী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী দপ্তর প্রধানগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৯. ইন্টিগ্রেশন

বিভিন্ন দপ্তরসমূহের নিজস্ব ই-সার্ভিস সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং জাতীয় ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপের আওতায় বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত ই-সার্ভিস সমূহকে প্রয়োজন অনুযায়ী সেক্টরাল এবং/অথবা কেন্দ্রীয় ই-সার্ভিস বাসের সাথে সমন্বয় করা সাপেক্ষে আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী এবং কারিগরী কমিটির সহায়তায় স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১০. আর্কিটেকচার স্ব-মূল্যায়ন (Self Assessment) টুল

কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার BNDA প্রণীত মানদন্ড, নীতিমালা, সহায়ক নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কীনা তা যাচাইয়ের জন্য একটি সফটওয়্যার টুল থাকবে যা আর্কিটেকচার স্ব-মূল্যায়ন (Self Assessment) টুল হিসেবে কাজ করবে।

১০.১. আর্কিটেকচার স্ব-মূল্যায়ন টুল এর অফলাইন এবং অনলাইন উভয় প্রকার সংস্করণ প্রকাশ করা হবে যা BNDA পোর্টাল থেকে সহজে ডাউনলোড ও ব্যবহার করা যাবে।

১০.২. বিভিন্ন সেক্টরাল ডিজিটাল আর্কিটেকচারের নিজস্ব আদর্শমান সমূহ সেক্টরভিত্তিক প্রনয়ণ করতে হবে।

১১. তথ্যের নিরাপত্তা

'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার'-এর আওতায় সংরক্ষিত যাবতীয় তথ্য-উপাত্তের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিসিসি কর্তৃক প্রণীত 'Government of Bangladesh Information Security Mannual' অনুসরণ করা যেতে পারে।

১২. দপ্তর/সংস্থার জন্য ডিজিটাল আর্কিটেকচার রোডম্যাপ প্রণয়ন

প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার জন্য ডিজিটাল আর্কিটেকচার রোডম্যাপ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে যা সংশ্লিট দপ্তর/সংস্থার আইসিটি রোডম্যাপের সাথে সমন্বিত থাকবে।

১৩. নির্দেশিকা সংশোধন

এ নির্দেশিকার কোন বিষয় পরবর্তীতে সংশোধন করার প্রয়োজন হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তা সংশোধন করতে পারবে।

১৪. বিবিধ

'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা , গবেষণা ও এতদসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি-বিধান সমূহ পর্যালোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৫. শব্দকোষ

শব্দ/শব্দসমূহ	বিবরণ
ডিজিটাল আর্কিটেকচার	একটি ধারণাগত নকশা যা একটি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল কাঠামো এবং ক্রিয়াশীলতা নির্ধারণ করে। ডিজিটাল আর্কিটেকচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে একটি সংস্থা সবচেয়ে কার্যকরভাবে তার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে।
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)	'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার' (BNDA) একটি জাতীয় পর্যায়ের ডিজিটাল আর্কিটেকচার, যা দেশব্যাপী বাস্তবায়নকৃত সেবাসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য TOGAF 9.1 এর মানদন্ড অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।
The Open Group Architecture Framework (TOGAF)	The Open Group Architecture Framework (TOGAF) একটি আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্ক যা ডিজিটাল সেবাসমূহের নকশা, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।
ই-সার্ভিস বাস (e-Service Bus)	ই-সার্ভিস বাস হলো একটি আইসিটি ভিত্তিক মিডলওয়্যার অবকাঠামো যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ই-সেবার মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ের অথবা সেক্টরাল ডিজিটাল সেবাসমূহের মধ্যে নিরাপদ আন্ত:যোগাযোগ এবং তথ্যের আদান-প্রদানের প্রয়োজনে নির্মিত সংযোগ স্থাপনকারী মাধ্যম।
আন্তঃপরিবাহিতা (Interoperability	আন্ত:পরিবাহিতা (Interoperability) বলতে কম্পিউটার সিস্টেম বা সফটওয়্যারের মধ্যে তথ্যের পারস্পারিক বিনিময় ও ব্যবহারের সক্ষমতা বুঝায়। একটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবস্থা (Information System), অ্যাপলিকেশনসমূহ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো প্রভৃতি অন্য একটি প্রতিষ্ঠান ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করার সক্ষমতাই হলো আন্ত:পরিবাহিতা।
e-GIF (e-Governance Interoperability Framework)	e-GIF বলতে আইসিটি ভিত্তিক পণ্য/সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্ত:পরিবাহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত ফ্রেমওয়ার্ককে বুঝায়। এটি আন্ত:পরিবাহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডস্, মূলনীতি ও রেফারেন্স আর্কিটেকচার সম্বলিত ফ্রেমওয়ার্ক।

২৭।১২০২২

আবু আহমদ ছিদ্দীকী
যুগ্মসচিব